সংবাদ

তারিখ 11 DEC 2015
পৃষ্ঠা ১ কলাম ৫

হঠাৎ বাড়ানো হলো পাঠ্যবই ছাপার কাগজের দাম

রাকিব উদ্দিন

মিল মালিকরা মুদ্রাকরদের সঙ্গে চুক্তি ভাঙল

বাধাগ্রস্ত হচ্ছে প্রাথমিকে পাঠ্যবই সরবরাহ

হঠাৎ করে বই ছাপার কাগজের দাম টনপ্রতি প্রায় ছয় থেকে ১০ হাজার টাকা বাড়িয়েছে কাগজ মিল মালিকরা। এতে বেকায়দায় পড়েছে সরকারের পাঠ্যবই ছাপার কার্যাদেশ পাওয়া প্রিন্টাররা (মুদ্রাকররা)। তারা মিল মালিকদের সঙ্গে আগের চুক্তিপত্র অনুযায়ী নির্ধারিত মূল্যে কাগজ পাচ্ছেন না। এতে বাধাগ্রস্ত হচ্ছে প্রাথমিক স্তরের পাঠ্যবই মুদ্রণ, বাঁধাই ও সরবরাহ কার্যক্রম।

অন্যদিকে রাষ্ট্রায়ত্ত কর্ণফুলী পেপার মিল (কেপিএম) কেবল পূর্ব চুক্তি অনুযায়ী এনসিটিবিকে কাগজ সরবরাহ করছে, যা দিয়ে মাধ্যমিক স্তরের বই ছাপা হচ্ছে। ইতোমধ্যে মাধ্যমিক স্তরের প্রায় ৯৭ শতাংশ পাঠ্যবই মুদ্রণ ও সরবরাহ কার্যক্রম সম্পন্ন হয়েছে।

গ্যাস ও বিদ্যুতের মূল্য বৃদ্ধির কারণে মুদ্রিতব্য ২০১৬ শিক্ষাবর্ষের প্রাথমিক স্তরের পাঠ্যপুস্তকের মূল্য পুনর্নির্ধারণের জন্য সরকারের কাছে দাবি জানিয়েছেন কার্যাদেশ পাওয়া মুদ্রাকররা।

প্রাথমিক স্তরের পাঠ্যবই মুদ্রণের দায়িত্ব পাওয়া দেশীয় ২১টি ছাপাখানার মালিক গত ১ ডিসেম্বর এনসিটিবির চেয়ারম্যান এবং প্রাথমিক ও গণশিক্ষামন্ত্রীকে চিঠি দিয়ে বলেছেন, 'ইতোমধ্যে গ্যাস ও বিদ্যুতের দর বৃদ্ধি পাওয়ায় মুদ্রণ কাগজের উৎপাদন খরচ প্রায় ১৫ থেকে ২০ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়েছে। পাঠ্যপুস্তক মুদ্রণ ও বাঁধাইয়ের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট অন্যান্য উপকরণের মূল্যও আনুপাতিক হারে বৃদ্ধি পেয়েছে। ফলে পূর্বের উদ্ধৃত দরে পাঠ্যপুস্তক মুদ্রণ ও সরবরাহ করা মোটেও সম্ভব নয়। এরপরও জাতির বৃহত্তর স্বার্থে যথাসময়ে

হঠাৎ : পৃষ্ঠা : ১৫ ক : ৭

হঠাৎ : বাড়ানো

(১ম পৃষ্ঠার পর)

ছাত্রছাত্রীদের হাতে পাঠ্যপুস্তক পৌঁছানো সর্বাধিক গুরুত্ব বিবেচনা করে পাঠ্যপুস্তক মুদ্রণ ও সরবরাহ করা হচ্ছে।'

এ বিষয়ে প্রাথমিক ও গণশিক্ষামন্ত্রী মোস্তাফিজুর রহমান সাংবাদিকদের বলেন, 'প্রিন্টারর্সদের দাবিগুলোর যৌক্তিকতা রয়েছে। কারণ গ্যাস ও বিদ্যুতের দাম বৃদ্ধির কারণে সবকিছুর ব্যয়ই এখন বেড়েছে। তবে আমরা চাইলেই এই মুহূর্তে বইয়ের ব্যয় বাড়াতে পারব না। এরপরও বই ছাপার কার্যক্রম শেষ হলে আমরা আলোচনা করে দেখব কী করা যায়।'

২০১৬ শিক্ষাবর্ষের জন্য প্রাথমিকের ১০ কোটি ৮৭ লাখ ১৯ হাজার ৯৯৭ কপি, প্রাক-প্রাথমিকের ৬৫ লাখ ৭৭ হাজার ১৪২ কপি, ইবতেদায়ির এক কোটি ৯২ লাখ ৫৫ হাজার ৬১৫ কপি, দাখিল ও দাখিল ভোকেশনালের তিন কোটি ৩৯ লাখ ৩৩ হাজার ৭৯৭ কপি ছাপা হচ্ছে। আন্তর্জাতিক দরপত্রে অংশ নিয়ে প্রাথমিক স্তরের বই ছাপার কার্যাদেশ পেয়েছে দেশীয় ২১টি প্রতিষ্ঠান। আর মাধ্যমিক স্তরের বই ছাপতে সরকার কাগজ কিনে দেয়, মুদ্রাকররা কেবল বই ছেপে উপজেলা পর্যায়ে সরবরাহ করে থাকে।

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ডকে (এনসিটিবি) দেয়া মুদ্রণ শিল্প মালিকদের চিঠিতে আরও বলা হয়েছে, '২০১৬ শিক্ষাবর্ষের প্রাথমিক স্তরের পাঠ্যপুস্তক মুদ্রণের আন্তর্জাতিক দরপত্রে আমরা শূন্য শুল্কে রপ্তানি সুবিধা ভোগকারী বিদেশি প্রতিষ্ঠানসমূহের সঙ্গে প্রতিযোগিতা করে কার্যাদেশ প্রাপ্তির লক্ষ্যে কোন মুনাফার চিন্তা না করে জাতীয় স্বার্থ বিবেচনা করে দর উদ্ধৃত করি। ফলে সরকারের বিরাট অঙ্কের অর্থ সাশ্রয় হয়। কিন্তু দরপত্র প্রক্রিয়া সম্পন্ন করে কার্যাদেশ প্রদানের পর সরকারি সিদ্ধান্ত মোতাবেক গ্যাস ও বিদ্যুতের মূল্য বৃদ্ধির ফলে পাঠ্যপুস্তকের প্রধান উপকরণ কাগজের মূল্য বৃদ্ধির পাশাপাশি মুদ্রণ খরচও অত্যধিক হারে বৃদ্ধি পায়। কারণ পাঠ্যপুস্তক মুদ্রণ ও বাঁধাইয়ের সকল যন্ত্রপাতি বিদ্যুৎচালিত। এ অবস্থায় উদ্ধৃত মূল্যের সঙ্গে সেই পরিমাণ মূল্য যোগ করে বর্ধিতহারে বিল পরিশোধ করে দেশীয় মুদ্রণ শিল্পকে আর্থিক ক্ষতির হাত থেকে রক্ষা করার অনুরোধ করা হচ্ছে।'

এ বিষয়ে মেসার্স আনন্দ প্রিন্টার্সের স্বত্বাধিকারী রাব্বানী জব্বার বলেন, 'আমরা দরপত্রে অংশগ্রহণের পর সরকার গ্যাস ও বিদ্যুতের দাম বাড়িয়েছে। এতে স্বাভাবিক কারণেই কাগজ মিল মালিকরা কাগজের দাম বৃদ্ধি করেছেন। কিন্তু আমরা যখন দরপত্রে অংশগ্রহণ করি তখন থেকে বর্তমানে কাগজের মূল্য প্রায় আট থেকে ১০ হাজার টাকা বেড়েছে। এজন্য আমরা প্রাথমিক স্তরের পাঠ্যবইয়ের মূল্য পুনর্নির্ধারণের দাবি জানিয়েছি।'

এবার দেশের মোট চার কোটি ৪৪ লাখ ১৬ হাজার ৭২৮ জন ছাত্রছাত্রীর জন্য মোট ৩৩ কোটি ৩৭ লাখ ৬২ হাজার ৭৬০ কপি বই মুদ্রণ করা হচ্ছে। এসব বই ৫০৬টি উপজেলা, থানা ও কেন্দ্রে (স্কুল) সরবরাহ করা হচ্ছে। ৭৭৪টি লটে এবার পাঠ্যবই ছাপা হচ্ছে। ২৮৬টি প্রতিষ্ঠান এসব বই ছাপার কার্যাদেশ পেয়েছে, যার সবকটিই দেশীয় প্রতিষ্ঠান।